Sanatan Dharma

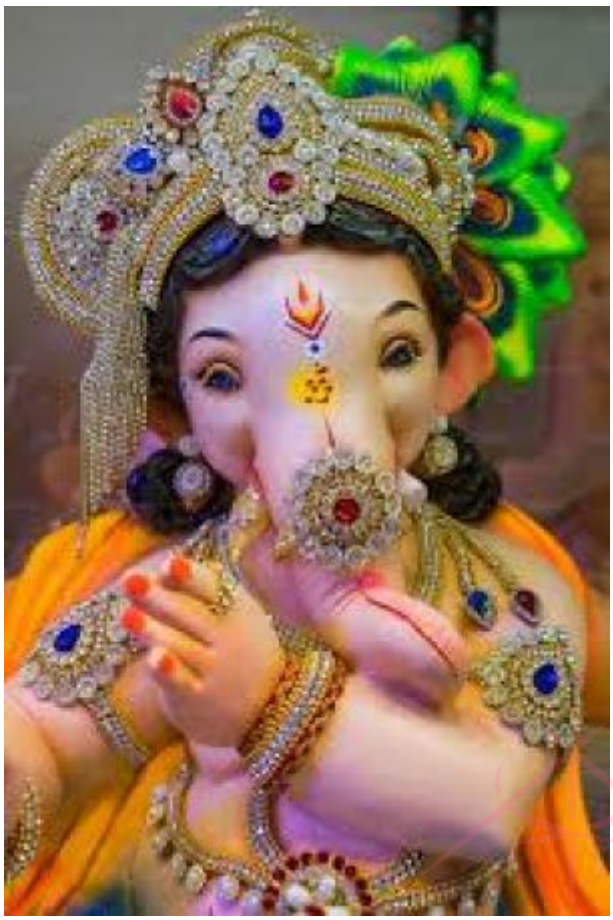

গণপতি

গণপতিই! তাঁর মাথাটিই তো প্রণব!

শ্রীধরস্বামীর গজানন আরতিতে বলা হচ্ছে
ওঙ্কারৈকস্বরূপ পরব্রহ্মাকার
সর্বাভয়বররূপ নিত্যং মোক্ষকর ।
সর্বামরনুতমার্চনসংস্কৃতপদযুগল
সর্বাগ্রণবিধিহরিহরসর্বামররূপ ॥

শঙ্করাচার্যকৃত গণেশভুজঙ্গমে বলা হচ্ছে
যমেকাক্ষরং নির্মলং নির্বিকল্পং
গুণাতীতমানন্দমাকারশূন্যম্ ।
পরং পারমোঙ্কারমাম্নায়গর্ভং
বদন্তি প্রগল্-ভং পুরাণং তমীড়ে ॥
নীলকণ্ঠ শাস্ত্রীর গণপতিশতকে বলা হচ্ছে
নাম্না চিন্তামণিরিতি মূলাধারে মহাবিরাড্ রূপে ।

Published on: Jun, 05 2025 14:03

সহসিদ্ধিবুদ্ধিরস্মিন্ সগুণমহাবাক্যগণপতির্বিভসি ॥
মূলাবিদ্যাপ্রতিগতদেবেরত্বং হি প্লুতপ্রণবরূপী ।
বিরিশ্চিহরিহরবিভিস্তিষোং শক্ত্যাত্মজাদিভির্বিনুতঃ ॥
এছাড়া শারদাতিলক তন্ত্রেতেও এই গণপতিই ওঁকার
ওঁকারমাদ্যং প্রবদন্তি সন্তো বাচঃ শ্রুতিনামপি যে গৃণন্তি ।
গজাননং দেবেগণানতাঙ্ঘ্রিং ভজেহেহমর্দ্ধেন্দুকৃতাবতংসম্ ॥
এছাড়াও অজস্র প্রমাণের দ্বারা এটি সিদ্ধ হয় যে গণপতি নিজেই প্রত্যক্ষ প্রণব, তার তথা ওঁকার। অপরাপর দেবতারা প্রণবকে দাবী করছেনেকিন্তু গণপতি নিজ স্বরূপের দ্বারাই প্রণবকে প্রকাশ করছেনে। যা অপরাপর দেবতারাও করতে অসমর্থ। গণপতিই একমাত্র ওঁকারমস্তক ধারণ করে আছেনে।

পাঞ্চরাত্রে
নারায়ণাংশকং সাক্ষাদাকাশাত্মকমব্যয়ম্।
হস্তিবিক্ত্রসমাযুক্তং লীলয়াগ্নৌ সমুদ্ভবম্।।
দুষ্টপ্রধ্বংসনার্থায় যাগাগ্নৌ পরমং হরিম্।
সরলভাষায়, দুষ্টনাশের জন্য নারায়ণের অংশ সাক্ষাৎ আকাশ অব্যক্ত হস্তিবিক্ত্র নিয়ে যজ্ঞকুণ্ড হতে আবির্ভূত হন।

শব্দ তন্মাত্রের আধার আকাশ স্থূলরূপে গজাননই।
পুনশ্চ হরগৌরীও প্রণবকে আশ্রয় করলে গজমুখী হন
বিলোক্য প্রণবং চাত্র ক্রমাত্ত্রয়লোকেয়ৎ।
শম্ভুনা বীক্ষণাৎ তস্মাৎ প্রণবাদ্গজদম্পতী...
ইত্যুক্ত্বা প্রণয়াত্তৌ তাববালোকয়তামুভৌ।
তদা গজমুখস্তত্র প্রাদুরাসীদ্গণেশ্বরঃ।।
আর তাই রুদ্রসূক্তের "নমস্তারায়" শব্দের দ্বারা যে মূর্তিকে বোঝায়, তা গজবক্ত্র গণেশেই।
এই রুদ্রসূক্তেই রুদ্রকে "নমো গণভে্যো গণপতিভ্যশ্চ বৈ নমো নমঃ" বলা হয়েছে, ভুললে চলবে না।

আর তাই সমস্ত মান্য পরম্পরা ও সর্বশাস্ত্রানুসারেই তার হলেন গণপতি।

ওঁঙ্কারং পরমং ব্রহ্ম অক্ষরং শিবমব্যয়ম্।
পার্বতীপ্রিয়পুত্রং তং প্রণমামি গণেশ্বরম্।।
ওঁকারনিলয়ং দেবং গজবক্ত্রং চতুর্ভুজম্।
পিচিণ্ডিলমহং বন্দে সর্ববিঘ্নোপেশান্তয়ে।।